কে এই রুদ্র ?

আবুসাইদ মাহফুজ

আমি নিশ্চিত, বিষয়টা নিয়ে অনেক পাঠকই কাহিল হয়ে পড়েছেন। যেটাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা হয় এভাবে যে, ”আই 'ম টায়ার্ড অফ ইট” অথবা ”আই 'ম সিক অফ ইট” ।

কে এই রুদ্র মোহাম্মদ? ইসলামিস্ট বা মৌলবাদীরা বলছেন জনাব অভিজিৎ রায় নিজেই এই রুদ্র মোহাম্মদ। প্রমাণ হিসাবে তাঁরা বলতে চান যে, এই লেখা তৈরিতে জনাব অভিজিৎ রায়ের কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার ব্যাবহার করা হয়েছে। তাছাড়া আই, পি এড্রেসে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিংগাপুর এর আই পি এড্রেস ব্যাবহার করা হয়েছে যেখানে জনাব এই অভিজিৎ সাহেব থাকেন বা আছেন।

খুব সংক্ষেপে কোন বিতর্কে না জড়িয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কে আসলে এই রুদ্র। ইসলামিস্টরা কিছু তথ্য প্রমাণ দিলেন যে আসলেই মিঃ অভিজিৎ রায়ই হলেন রুদ্র মোহম্মদ নামের ছদ্মাবরণকারী। আবার অভিজিৎ রায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরক্ষোভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, কেউ একজন তাঁর কাছে লেখাটা পাঠিয়েছেন আর তিনি সেটা পিডিএফ করেছেন মাত্র। অর্থাৎ তিনি রুদ্র নন অন্য কেউ।

ধরে নিলাম এই রুদ্র সেই রুদ্র নয়। ইসলামিস্টরা যাহা বুজেছেন তাহা নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় জনাব অভিজিৎ রায়ের ভুমিকা নিয়ে। তিনি কি, মুক্তমনা? তিনি কি আসলেই নাস্তিক, সত্যিই সব ধর্মের বিরুদ্ধে নাকি শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে, হিংসা এবং বিদ্ধেষবশত বিষোদগার করে যাচ্ছেন। জনাব অভিজিৎ রায় যে, মুক্তমনা নন, তিনি যে নাস্তিক ও নন তাঁর প্রমান পাওয়া যাবে তাঁর রচনাগুলো পড়লেই। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোধগার করার জন্য বিজ্ঞানময় কিতাব নামক রচনা লিখেছেন। তিনি মুরিস বুকাইলির মত বিজ্ঞানীকে হাতুড়ে বিজ্ঞানী বলে হেয় করার মত হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র একটি কারণে যে মরিস বুকাইলির মত বিজ্ঞানী কোরআন এবং বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু অভিজিতের মতে মুরিস বুকাইলি হয়ে গেলেন হাতুড়ে বিজ্ঞানী। অপরদিকে আরজ আলীর মত চাষা ভুসাকে অভিজিতরা দার্শনিক বানিয়ে দিলেন শুধু একটি কারণে যে, আরজ আলীর মত একজন মূর্খ কোরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাগলের প্রলাপ বকেছেন। এই তো অভিজিতদের মুক্তমনের পরিচয়। নিরপেক্ষতার পরিচয়।

পৃথিবীর কোন আইনে বলেনা যে আপনি কারো বিরোধীতা করার জন্য এত নির্লজ্জ হতে পারেন। আপনি ইসলামে বিশ্বাস করেন না ভাল কথা, আপনার ভাল লাগেনা তা ও আপনার ব্যাপার। আপনি যদি গণতন্ত্রের প্রতি সামন্যতম ও শ্রদ্ধাশীল হোন তাহলে আপনার জানা উচিত, ইসলাম হলো বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ধর্ম এবং বিশ্বাস।

জনাব অভিজিৎ রায়, আপনার ৯০% লেখা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের ধর্ম এবং বিশ্বাসের প্রতি বিদ্ধেষ প্রসূত। আপনার লেখাগুলো সাম্প্রদায়িক, আপনি একটা বিশেষ ধর্মের প্রতি অহেতুক বিদ্ধেষ পোষন করে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? যদি অস্বীকার করেন তাহলে প্রমাণ দিন। আপনি যদি সত্যি সত্যিই সকল ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ে থাকেন, যদিও সেটাও গনতন্ত্রের পরিপন্থি। আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে থাকবেন অন্যের বিশ্বাসের পেছনে লাগার আপনার কোন অধিকার নাই। তবুও আপনি যদি বলতে চান যে, আপনি নাস্তিক সকল ধর্ম বিশ্বাসকে আপনি প্রতারণা মনে করেন তাহলে সাহস থাকলে খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে লিখুন। সৌরজগত নিয়ে আপনার ”বিজ্ঞানময় কিতাব” শিরোনামে যেখানে আপনি কোরানের মুন্ডুপাত করেছেন সেখানে তো কোপারনিকাসের কথা একবার ও আনলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আপনার কণ্ঠ এত ক্ষীণ কেন? তখনকার খৃষ্টান সমাজের সাথে কোপারনিকাসের কি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাতো খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল সেসব তো আপনি লেখেন না। নারীদের সম্পর্কে বাইবেল কি বলেছে ঐ সব রিসার্চ কেন করেন না। কোরান নিয়েই তো আপনার খুব মাথা ব্যাথা।

হ্যাঁ, কোরানের আপনি যে উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন, সেগুলোর যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে তার প্রমাণ দেয়া হবে। আমি সে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি, উত্তর দেয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার। তাছাড়া আমার সাময়িক শারিরীক অসুস্থতা এবং ব্যাক্তিগত সমস্যার কারণে আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছ থেকে সময় প্রার্থনা করছি। সাময়িকভাবে পাঠকরা আমার লেখা ”কোরান বনাম বিজ্ঞানঃ সূর্য্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে” শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। প্রবন্ধটি ১৯৮৮ সালে রচিত এবং সে সময় কালে বাংলাদেশের একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই প্রবন্ধটির কিছুটা সংস্কার প্রয়োজন পড়তে পারে। বিশেষত জনাব অভিজিৎ রায়ের ”বিজ্ঞানময় কিতাব” নামক লেখার প্রতি উত্তরের জন্য এ লেখাটি যথেষ্ট নয়। আপাততঃ পাঠকদেরকে যৎকিঞ্চিত ধারনা দেয়ার জন্য লেখাটি পূণঃ প্রকাশ করা হলো।

জনাব অভিজিৎ সাহেব, আপনার অনেকগুলো গুণ প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু অহেতুক হিংসা এবং বিদ্ধেষ আপনার সে গুণগুলোকে ম্লান করে দিল। একবার একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখুন কি করছেন আপনি। আত্মসমালোচনা করুন তখন হয়তো আপনার নিজের পরিচয় পাবেন। কে এই রুদ্র এটা নিয়ে এত হুলুস্থুলের কোন প্রয়োজন নেই। আপনিই বলুন কে এই রুদ্র?